পৃথিবীটা এমন হলে কেমন হতো?

(উৎসর্গঃ অভিজিৎ রায় এবং আবদুর রহমান আবিদ কে)

- রায়হান।

আমার পরিচিত ই-ফোরামের কয়েকজন প্রিয় এবং নিয়মিত লেখকদের নাম উল্লেখ করব যাদের প্রথম/মধ্যম/শেষ নাম ইংরেজী প্রথম বর্ণ **'A'** দ্বারা শুরু হয়েছে। আমি দুঃখিত সবার নাম হয়ত উল্লেখ করতে পারলাম না।

Avijit Roy
Abdur Rahman Abid
Alamgir Hussain
A. S. M. Ziauddin
Ahmed, Jahed
Aman Ullah, Mohammad
Ahmed, Bonna
Ahmed, Shabbir
Asghar, Mohammad
Aakash
Ali, Sagir Khan
Abul Kasem
Aparthib Zaman
Abdul, Dewan Baset
Ajoy Roy
A. H. Jafor Ullah

ওয়াও! এক অপূর্ব সমন্বয়!

প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ পরিমন্ডলে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র! প্রত্যেকের প্রতিই আমি ঈর্শান্বিত (নিগেটিভ অর্থে নয়)। স্বপ্ন দেখি কবে এদের মত একজন লেখক হতে পারব! এ জীবনে বুঝি তা আর হবে না!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদের অন্তর এবং বাহির দুটো'ই সমান। আমি এও বিশ্বাস করি যে এদের অন্তর ক্রিস্টালের মতই ঝকঝকে তকতকে। চাঁদের ও কলংক থাকতে পারে কিন্তু এই মানুষগুলোর ভেতরে কোনই কলংক নেই বলেই আমি মনে করি। কেন জানি আমার এমনটিই ভাবতে ইচ্ছে করে! কারো মধ্যে যদি 'এমন কিছু' থেকেও থাকে আশা করি তারা সেটা এক্ষুনি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে আমার বিশ্বাসের দাম দেবে। খুব বড় কিছু কি চেয়ে ফেললাম?

একথা সত্য যে এদের সবার লেখার স্ট্যান্ড এক নয়। কিন্তু তাতে কি? আমি যে বিশ্বাস করি এরা সবাই কোন না কোন ভাবে মানুষেরই ভালো চায়। তাই যদি হয় লক্ষ্য তাহলে লেখার স্ট্যান্ড আলাদা হলে ক্ষতি কি? সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই নয় কি? এটাও সত্য যে কেহ কোন বিষয়কে 'অ্যাটাক' করলে অন্য কেহ সেটাকেই আবার 'ডিফেন্ড' করতে চায়। তবে এই 'অ্যাটাক' এবং 'ডিফেন্ড' দুটোই যদি হয় একমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাহলেও ক্ষতি কি? আমি কিন্তু তাই মনে করি। আপনারা কি আমার এই সরল বিশ্বাসের দাম দেবেন না?

মাঝে মাঝে কারো কারো ব্যাপারে কিছু কিছু 'অভিযোগ' সত্যি সত্যি মনটাকে খুব খারাপ করে ফেলে! মনে হয় সব কি তাহলে মিথ্যা? নাকি কিছু সত্য কিছু মিথ্যা? কারো সম্বন্ধে ভালো ধারণা জন্মানো কি খারাপ? নিজেকে কি বোকা ভাবা শুরু করব তাহলে? এরকম বির বির করে কত প্রশ্ন মনে আসে! গা ঝাড়া দিয়ে আবার ভাবি নাহ্ আমারই বুঝি এ হীনমন্যতা! নিজেকেই দোষ দিয়ে চুপ করে থাকি!

এই পৃথিবীর সবাই যদি আস্তিক হয়ে যেত তাহলে যেমন সবকিছু নিরস-নিথর মনে হত; আবার সবাই নাস্তিক হয়ে গেলেও হয়ত সবকিছু পানসে-পানসে লাগত। এ দু'য়ের সহাবস্থানই কি অ্যামিউজিং না? যেমন, মেজবাহউদ্দিন জওহের সাহেবের 'একজন আস্তিকের জবানবন্দী' লেখাটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। যদিও তার লেখার ভেতরে কিছু কিছু স্ব-বিরোধীতা রয়ে গেছে কিন্তু তাতে কি? ঐটুকু এড়িয়ে গেলে লেখাটি এক কথায় অপূর্ব! একজন মানুষ তার বিশ্বাসকে কত সুন্দর ভাবে ডিফেন্ড করতে পারে লেখাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লেখাটির উপর অভিজিৎ এবং আলমগীরের ডিবেট ও ভালো লেগেছে। পৃথিবীতে যদি কোন আস্তিক না থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে আজ আমরা জওহের সাহেবের আর্টিকলের মত একটি সুন্দর জিনিস মিস্ করতাম; আবার যদি কোন নাস্তিকও না থাকত তাহলেও অভিজিৎ এবং আলমগীরের সুন্দর ডিবেটগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। এইরকম আস্তিকতা-নাস্তিকতার যুদ্ধ (অবশ্যই শুধু লেখনি এবং কথার মাধ্যমে) কার না ভালো লাগে?

নদীর একপাড়ে অভিজিৎ আরেক পাড়ে আবিদ। মাঝখানে দরকার শুধু একটি ভেলা। যাতে করে আবিদ অভিজিতের বাসায় এবং অভিজিৎ আবিদের বাসায় আড্ডা দিতে যেতে পারে। আর আমরা শ্রোতারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনব তাদের আড্ডার জ্ঞানগর্ভ কথা। নামাজের সময় আবিদ অভিজিতের কাছে পশ্চিম দিক কোনটা জানতে চাইলে অভিজিৎ হয়ত মুচকি হেসে বলবে 'আরে ভাই, আল্লা কি শুধু পশ্চিম দিকেই থাকে নাকি!' আবিদও হয়ত প্রতিউত্তরে কিছু একটা বলবে। আর এ নিয়ে আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়ব! পৃথিবীটা এমনই হওয়া উচিৎ নয় কি?